হাজিরা বিদ্যাঃ

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

গণনার বিশ্বাস ও এর পর্যালোচনা

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

হাজিরা বিদ্যা: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনার বিশ্বাস ও এর পর্যালোচনা

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় 'হাজিরা' শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যা এর বহুমাত্রিক অর্থকে নির্দেশ করে। এই প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু গভীরভাবে বোঝার জন্য এই শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। সাধারণত, 'হাজিরা' বলতে কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির 'উপস্থিতি' বা 'উপস্থিতি গণনা' বোঝানো হয়। যেমন, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মীদের দৈনিক উপস্থিতি নথিভুক্ত করার জন্য হাজিরা খাতা বা ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলিত । এছাড়া, পবিত্র হজ পালনের সময় মক্কা ও মদিনায় সমবেত মুসলিম তীর্থযাত্রীদেরও 'হাজি' বা 'হাজিরা' নামে অভিহিত করা হয়, যারা নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন । তবে, এই প্রতিবেদনের মূল ফোকাস হলো 'হাজিরা বিদ্যা' বা 'হাজিরা শাস্ত্র', যা প্রচলিত যাদুবিদ্যা, জিন সাধনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্কিত একটি প্রাচীন ও লোকপ্রচলিত বিশ্বাস। এই বিদ্যাকে ব্যবহার করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্য জানার দাবি করা হয়। এই প্রতিবেদনটি হাজিরা বিদ্যার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনার প্রচলিত বিশ্বাস, এর পদ্ধতি এবং এর স্বপক্ষে প্রচলিত ধারণাগুলির একটি বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ পর্যালোচনা প্রদান করবে। একই সাথে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্যার বিশ্বাসযোগ্যতা, জিনদের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা এবং এর শরয়ী বিধান সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে।

হাজিরা বিদ্যার পরিচিতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হাজিরা বিদ্যাকে এক প্রকার যাদুবিদ্যা বা গুপ্ত জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা মানুষের স্বাভাবিক মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তির বহির্ভূত বলে দাবি করা হয়। এই বিদ্যার দ্বারা অনেক 'অসাধ্য সাধন' করা যায় বলে বিশ্বাস প্রচলিত । এই বিদ্যা মূলত জিনদের উপস্থিতি বা তাদের "হাজির করানো" (উপস্থিত করা) এর উপর নির্ভরশীল, যার মাধ্যমে গোপন তথ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার দাবি করা হয় । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই বিদ্যা মানুষের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিঘ্ন ঘটাতে, তাদের নানা অপকর্মে লিপ্ত করতে এবং ধর্মীয় চেতনা বিলুপ্ত করতে ব্যবহৃত হতে পারে ।

যাদুবিদ্যার উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণনা পাওয়া যায়। কুরআন-হাদিসে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী, দুনিয়ার মানুষ প্রথম যাদু-বিদ্যার সাথে পরিচিতি লাভ করে হারুত-মারুত নামক দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে, যাদেরকে বাবেল নগরে প্রেরণ করা হয়েছিল । বর্ণিত আছে যে, হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর সময়ে মানুষের মধ্যে পাপ-পঙ্কিলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। এর প্রেক্ষিতে হারুত-মারুতকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়, এবং তাদের কাছ থেকেই মানুষ স্ত্রী বশীভূত করা, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লাগানো ইত্যাদি অপকর্মে ব্যবহৃত নানা তুকতাক শিক্ষা লাভ করে ।

হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়েও যাদু-বিদ্যার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সে সময় যাদুকররা শাসক শ্রেণীর মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। যখন হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের দরবারে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ মুজিজা প্রদর্শন করেন, তখন ফেরআউন তার দেশের বড় বড় যাদুকরদের ডেকে হযরত মূসা (আঃ)-কে মোকাবেলা করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর নবীর মুজিজার সামনে যাদুকরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় ।

যাদুর ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাসনামলে। এ সময় জ্বিন ও মানুষের মধ্যে ব্যাপক মেলামেশা হত। হযরত সুলায়মান (আঃ) জ্বিনদের দ্বারাও কাজ নিতেন। এই সুযোগে মানুষেরা দুষ্ট জ্বিনদের (কুরআনের ভাষায় শয়তান) কাছ থেকে যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল । তখন থেকেই ইহুদীরা যাদুবিদ্যাকে তাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করে। তাদের রাব্বি বা ধর্মযাজকেরা ধর্মমন্দিরগুলিকে যাদুবিদ্যার অনুশীলন কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। তারা এ মর্মে প্রচারণা চালাতো যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) মানব-দানব নির্বিশেষে সকলকে যাদুর সাহায্যেই বশীভূত করে রেখেছিলেন । তবে, পবিত্র কুরআন তাদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে যাদুকে একটি কুফরি বিদ্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং সুলায়মান (আঃ)-এর এতে জড়িত না থাকার কথা বলেছে। বরং শয়তানরাই অর্থাৎ দুষ্ট জ্বিনরাই এই বিদ্যা চর্চায় লিপ্ত ছিল । সুতরাং, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ইহুদীরাই জিন সাধন করে যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করে এবং দুষ্ট জিনদের সাহায্যে যাদু প্রয়োগ করে থাকে । এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হাজিরা বিদ্যার প্রতি বিশ্বাসীদের মধ্যে এর অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে একটি সুদৃঢ় ধারণা তৈরি করে।

Table 1: হাজিরা বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত মূল ধারণা ও তাদের উৎস

ধারণা (Concept)	সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা (Definition/Explanation)	উৎস (Source Snippets)
হাজিরা বিদ্যা	যাদু বিদ্যার একটি শাখা যা জিন হাজির করার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানার দাবি করে। এটি মানুষের স্বাভাবিক মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বহির্ভূত।	
জিন সাধনা	জিনদেরকে বশ করে নিজেদের কাজে লাগানো বা তাদের মাধ্যমে তথ্য	

ধারণা (Concept)	সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা (Definition/Explanation)	উৎস (Source Snippets)
	সংগ্রহের প্রক্রিয়া। এতে বিভিন্ন মন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠান ব্যবহৃত হয়।	
যাদুবিদ্যা	এমন গুপ্ত জ্ঞান যা দ্বারা অলৌকিক বা অস্বাভাবিক কাজ করার দাবি করা হয়। কুরআন ও হাদিসে এর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, তবে এটিকে কুফরি কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।	
হারুত-মারুত	কুরআন-হাদিসে বর্ণিত দু'জন ফেরেশতা, যাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম যাদুবিদ্যার প্রচলন হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।	
গায়েব (অদৃশ্য)	এমন জ্ঞান যা মানুষের ইন্দ্রিয় বা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য; একমাত্র আল্লাহই যার পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। জিন বা মানুষের পক্ষে এর পূর্ণ জ্ঞান রাখা সম্ভব নয়।	
গণক/ভবিষ্যদ্বক্তা	যারা অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানার দাবি করে, প্রায়শই জিনদের সহায়তার মাধ্যমে। ইসলামে এদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ।	

জিন ও হাজিরা বিদ্যার পদ্ধতি

জিন জাতি ইসলামিক বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআন অনুসারে, জিন জাতি মানুষের ন্যায় আল্লাহ সৃষ্ট অপর একটি জাতি, যারা পৃথিবীতে মানব আগমনের পূর্ব থেকেই ছিল এবং এখনো তাদের অস্তিত্ব রয়েছে । তাদের সৃষ্টি ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে । সাধারণত মানুষের

চোখে তারা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, কিন্তু জিনরা মানুষদেরকে দেখতে পায় । তাদের মধ্যেও মুসলিম এবং কাফির ভেদ রয়েছে । জিন জাতি দ্রুত স্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং কিছু বিশেষ ক্ষমতা রাখে। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, সুলাইমান (আঃ)-এর অধীনে কিছু জিন কাজ করত, যেমন তারা তাঁর আদেশ অনুযায়ী মসজিদ, মূর্তি, পাত্র এবং বড় বড় হাড়ি নির্মাণ করত । তবে, জিনরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারে না এবং তাদের ক্ষমতা সীমিত ।

হাজিরা বিদ্যার মূল ভিত্তি হলো জিন হাজির করা বা তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। যাদুকররা জিন হাজির করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে বলে দাবি করা হয় । এই প্রক্রিয়ায় যাদুকর একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে আগুন জ্বালায়। এরপর তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের ধূপ আগুনে নিক্ষেপ করে। যদি উদ্দেশ্য হয় বিবাদ, শত্রুতা বা ঘৃণা সৃষ্টি করা, তাহলে দুর্গন্ধযুক্ত ধূপ ব্যবহার করা হয়। আর যদি প্রেম সৃষ্টি করা, স্বামী-স্ত্রীকে একত্রিত করা বা অন্য যাদু বাতিল করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সুগন্ধি ধূপ ব্যবহার করা হয় ।

ধূপ প্রস্তুত করার পর, যাদুকর নির্দিষ্ট কিছু শিরকপূর্ণ মন্ত্র পাঠ করে। এই মন্ত্রগুলোতে জিনদের সর্দারের দোহাই দেওয়া হয়, তাদের মহত্ত্বের প্রশংসা করা হয় এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হয়, যা স্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত । এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, যাদুকরকে নাপাক থাকতে হবে বা নাপাক কাপড় পরে থাকতে হবে, কারণ জিনরা অপবিত্রতা পছন্দ করে এবং শয়তান অপবিত্রদের কাছাকাছি থাকে ।

শিরকপূর্ণ মন্ত্র পাঠ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ভূত-প্রেত বা জিনেরা বিভিন্ন আকৃতিতে (যেমন কুকুর, অজগর বা অন্য কোনো রূপে) আবির্ভূত হয় । এরপর যাদুকর তার ইচ্ছানুযায়ী জিনদের নির্দেশ দেয়। কিছু ক্ষেত্রে, যাদুকরের সামনে কিছুই প্রকাশ পায় না, তবে তারা একটি শব্দ শুনতে পায়। আবার কখনও তারা কিছুই শুনতে পায় না, কিন্তু জিনেরা লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোনো বস্তুতে (যেমন চুল বা গন্ধযুক্ত কাপড়ের টুকরা) একটি যাদুর গিঁট লাগিয়ে দেয়। এরপর যাদুকর তার

ইচ্ছামতো জিনদের নির্দেশ দেয় । এই পদ্ধতির মাধ্যমে জিনদের "হাজির করানো" হয়, যা হাজিরা বিদ্যার মূল প্রক্রিয়া ।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনার দাবি ও এর পর্যালোচনা

হাজিরা বিদ্যার অনুসারীরা দাবি করে যে, জিনদের সাথে একবার যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পন্ন হলে তারা গণকদের ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু ঘটনা সম্পর্কে জানাতে পারে । এই গণকরা বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যাবলী উপস্থাপন করার দাবি করে, যেমন- চায়ের পাতা পড়া, নানা প্রকার রেখা ও নকশা আঁকা, সংখ্যা লেখা, হাতের তালুর রেখা পড়া, রাশিচক্র খুঁটিয়ে দেখা, স্ফটিক বলের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করা, হাড় দিয়ে খটর খটর বা ঝনঝন করানো, লাঠি ছোঁড়া ইত্যাদি । তবে, ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, জিনরা গায়েবের খবর বা ভবিষ্যৎ জানে না । গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আর এই যে মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিন জাতির আশ্রয় নিত, ফলে ওরা তাদের পাপাচার বাড়িয়ে দিত" (সুরা জিন, আয়াত: ৬) । জিনদের বুদ্ধিমত্তা কতটুকু এবং তারা ভবিষ্যৎ জানে কি না, এর প্রমাণ সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনায় দেখা যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিনদের তার মৃত্যু-বিষয় জানাল শুধু মাটির পোকা (উইপোকা); যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল" । এই ঘটনা স্পষ্ট করে যে, জিনরা অদৃশ্য জ্ঞান রাখে না, এমনকি তাদের মনিবের মৃত্যুও তারা জানতে পারেনি যতক্ষণ না একটি পোকা লাঠি খেয়ে ফেলেছিল।

ভবিষ্যদ্বাণীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ১৯৮০ সালে প্রচারিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে দেখা যায়, সবচেয়ে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ২৪% সঠিক হয়েছিল । এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ভবিষ্যদ্বাণী করা মূলত নিছক ধারণা বা কল্পনা থেকে করা হয়, যেখানে নির্দিষ্ট করে কোনো স্থান, কাল, পাত্রের উল্লেখ থাকে না । এ ধরনের অস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কাকতালীয়ভাবে বাস্তবে মিলে যেতে পারে, যা তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ।

উদাহরণস্বরূপ, রাজপরিবারে প্রায়শই শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাই কোনো এক কালে কোনো রাজপুত্রের নাম আর্থার হতে পারে এবং সে সম্রাট হতে পারে—এটি মোটেও অসম্ভব কিছু নয়, বরং একটি সাধারণ অনুমান ।
অন্যদিকে, অতীত ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো ধারণা চলে না, নিশ্চিত বা অকাট্য জ্ঞান থাকতে হয় । কেউ যদি এমন কোনো প্রাচীন সভ্যতা বা শাসকের ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য দেয়, যাদের নাম কেবল গল্পেই শোনা যায় কিন্তু বাস্তবে চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং সেই তথ্য প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তথ্যদানকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না । তাই, হারিয়ে যাওয়া অতীত সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী করার চেয়েও কঠিন কাজ, এবং হাজিরা বিদ্যার মাধ্যমে এমন সুনির্দিষ্ট তথ্যের সত্যতা যাচাই করা প্রায়শই সম্ভব হয় না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে হাজিরা বিদ্যা

ইসলামে যাদুবিদ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণীকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন যাদুবিদ্যাকে 'কুফরি বিদ্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে । হযরত সুলায়মান (আঃ) এই কুফরিতে জড়িত ছিলেন না, বরং শয়তানরাই এই বিদ্যা চর্চায় লিপ্ত ছিল । জিনদের বশ করা এবং তাদের মাধ্যমে কাজ করানো ইসলাম সমর্থন করে না । পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "আর এই যে মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিন জাতির আশ্রয় নিত, ফলে ওরা তাদের পাপাচার বাড়িয়ে দিত" (সুরা জিন, আয়াত: ৬) ।
যারা অদৃশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী বলে দাবি করে, তাদের গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর, জ্যোতিষী, হস্তরেখা বিশারদ প্রভৃতি নামে পরিচিত । ইসলামে এদের কাছে যাওয়া এবং তাদের কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণ হারাম । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল হবে না" । এটি একটি গুরুতর পাপ, যা শিরকের

(আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) মতো জঘন্য গুনাহ । আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তারা কেবল অনুমান ও ধারণার অনুসরণ করে, আর তারা কেবল মিথ্যাচার করে" (আল-আন'আম: ১১৬) ।
জিনদের সাহায্য চাওয়া বা তাদের দোহাই দেওয়া স্পষ্ট শিরকের অন্তর্ভুক্ত । যাদুকররা জিনদের হাজির করার জন্য যে মন্ত্র পাঠ করে, তাতে জিনদের সর্দারের দোহাই দেওয়া হয় এবং তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় । এই ধরনের কাজ তাওহীদ বা একত্ববাদের পরিপন্থী।
জিনদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ইসলামে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং সূরা ইখলাস পাঠ করা উচিত । রাতে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি এবং সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত পাঠ করলে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাজতকারী থাকে এবং শয়তান নিকটে আসতে পারে না । এছাড়াও, সকল প্রকার অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা, যেমন আড্ডা দেওয়া, অযথা ঘোরাফেরা করা, বাজার বা অন্যান্য স্থানে অধিক সময় ব্যয় করা ইত্যাদিও জিনদের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে সহায়ক । যখন জিন ধরা রোগীর কাছে কবিরাজ কুরআনের আয়াত পাঠ করে, তখন জিন তার সাথে কথা বলে এবং কবিরাজ জিনের কাছ থেকে পুনরায় না আসার অঙ্গীকার গ্রহণ করে ।

সামাজিক প্রভাব ও অপব্যবহার

হাজিরা বিদ্যা এবং জিন-সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলো সমাজে ব্যাপক প্রতারণা ও আর্থিক শোষণের জন্ম দেয়। 'জ্বীনের বাদশা' পরিচয়ে একদল প্রতারক সারাদেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে । তারা কখনো ধর্মের ভয় দেখিয়ে, আবার কখনো পিতলের মূর্তিকে গুপ্তধন বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে । মাটির নিচ থেকে গুপ্তধন বের করে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে বা কাঁচা গুপ্তধন 'পাকা' করার কথা বলে মোটা অঙ্কের টাকা লুটে নেয় । এই ধরনের প্রতারণা শুধু আর্থিক ক্ষতিই করে না, বরং মানুষের বিশ্বাস ও মানসিকতার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই বিশ্বাসগুলো সমাজে কুসংস্কার ও বিভ্রান্তি ছড়ায়। মানুষ যখন কোনো সমস্যায় পড়ে, তখন তারা সঠিক সমাধান না খুঁজে হাজিরা বিদ্যা বা জিন সাধনার আশ্রয় নেয়, যা তাদের আরও গভীর সমস্যায় ফেলে দেয়। এটি মানুষকে যুক্তিসঙ্গত চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিবর্তে অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এর ফলে, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

উপসংহার

'হাজিরা বিদ্যা' হলো একটি প্রাচীন বিশ্বাস যা যাদুবিদ্যা ও জিন সাধনার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তথ্য জানার দাবি করে। যদিও এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং লোকপ্রচলিত বিশ্বাস সমাজে সুদূরপ্রসারী, তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং এর চর্চা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। জিনদের অদৃশ্য জ্ঞান নেই এবং তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত নয়। তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত যেকোনো তথ্য আংশিক, অনুমানভিত্তিক বা প্রতারণামূলক হতে পারে।
এই বিদ্যা চর্চার সাথে জড়িত রয়েছে শিরক ও কুফরির মতো গুরুতর ধর্মীয় অপরাধ, যা একজন মুসলিমের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এর পাশাপাশি, সমাজে এর অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক প্রতারণা ও কুসংস্কারের বিস্তার ঘটে, যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই, এই ধরনের বিশ্বাস ও চর্চা থেকে দূরে থাকা এবং সঠিক জ্ঞান ও ধর্মীয় নির্দেশনার উপর নির্ভর করা অপরিহার্য।

সমাপ্ত

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,

আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।

কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।

আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।

কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732